



72834 - যবে আত্মীয়তা রক্ষা করা ওয়াজবি সটোর মানদণ্ড

প্রশ্ন

আমার ফুফাতো বোন কআমার এমন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রে অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করা ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নঃসন্দহে আপনার ফুফাতো বোন সে সমস্ত আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, সদাচরণ করা ও হৃদয়তা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যে সকল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজবি ফুফাতো বোন কতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে; এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ আছে।

এর বিবরণ হলো: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা দুই প্রকার:

মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। নন-মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে বুঝানো হয় এমন দু'জন ব্যক্তিকে যাদের একজনকে পুরুষ ও অন্যজনকে নারী ধরা হলে তাদের মাঝে বিবাহ বন্ধন জায়যে নয়। যমেন: বাবাগণ, মাগণ, ভাইগণ, বোনগণ, দাদা-নানাগণ ও দাদী-নানীগণ যত উপরে স্তরে হোন না কনে। আর সন্তানগণ, সন্তানদের সন্তানগণ যত নীচের স্তরে হোক না কনে। এছাড়া চাচাগণ, ফুফুগণ, মামাগণ ও খালাগণ। আর চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো ভাই মাহরাম শ্রণীর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়; কারণ তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন জায়যে।

অন্যদিকে নন-মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হলেন উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অবশিষ্ট আত্মীয়-স্বজন। যমেন: আপনার ফুফাতো ভাই, ফুফাতো বোন, খালাতো ভাই, খালাতো বোন ইত্যাদি।

কছু ফকীহ মনে করেন, যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজবি তারা হলেন কেবল মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ। নন-মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। এটা হানাফীদের একটি মত, মালকীদের অপ্রসিদ্ধ একটি মত এবং হাম্বলী আলমে আবুল খাত্তাবের মত। তাদের দলীল হলো যদি এটা ওয়াজবি হত তাহলে সকল আদম সন্তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজবি হয়ে যেত। আর এটা অসম্ভব। তাই এটিকে এমন আত্মীয়দের গণ্ডিতে সীমিত করতে হবে যাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, সদাচরণ করা ওয়াজবি হবে এবং

সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম হবে। আর সটো হলো মাহরাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়।

তারা দলীল দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে: “কোনো মহলিককে তার ফুফুর সাথে অথবা খালার সাথে (একত্রে) বসিয়ে করা যাবে না।” [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম (১৪০৮) বর্ণনা করছেন। হাদীসের বক্তব্যটি সহি মুসলিম থেকে চয়নকৃত]। হাফযে ইবনে হাজার বলেন: তবাবরানী ইবনে আব্বাসের হাদীসে কিছু বাড়তি বর্ণনা করছেন: “যদি তোমরা এমনটা করো, তাহলে তোমরা তোমাদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে।” ইবনে হিব্বান এটাকে সহি বলছেন। আবু দাউদ তার ‘মারাসলি’ বইয়ে ঈসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নারীর সাথে তার আত্মীয়কে বিবাহ করতে নষিধে করছেন; এ আশঙ্কায় যে বয়রে কারণে তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হবে। [‘আদ-দরিয়াহ ফী-তাখরীজি আহাদিসিলি হদিয়াহ’ (২/৫৬) থেকে সমাপ্ত]।

এই হাদীস দিয়ে দলীল প্রদান করে দিকটা কিছু মালকৌ আলমে স্পষ্ট করছেন। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ক্বারায়ী বলেন: “অষ্টম মাসআলা: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি আবশ্যকীয় করণীয়: শাইখ তারতুশী বলেন: কিছু আলমে বলেন: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা তখনই ওয়াজবি হবে, যখন সেখানে মাহরামের সম্পর্ক থাকবে। মাহরাম হলো এমন দুই ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজন পুরুষ হলে ও অন্যজন নারী হলে এই দুইজনের মধ্যে বিবাহ বন্ধন করা যায় না। যমেন: বাবাগণ, মাগণ, ভাইগণ, বোনগণ, দাদা-নানাগণ, দাদী-নানীগণ যত উপরে স্তরের হোক না কেন। আর সন্তানগণ, সন্তানদের সন্তানগণ যত নীচের স্তরের হোক না কেন। এছাড়া চাচাগণ, ফুফুগণ, মামাগণ ও খালাগণ। পক্ষান্তরে এদের সন্তানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজবি নয়। যহেতু তাদের সাথে বিবাহ জায়েয। এই মত সঠিক হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হলো: দুই বোনকে, নারীর সাথে তার ফুফুকে এবং নারীর সাথে তার খালাকে একত্রে বসিয়ে করা হারাম হওয়া। যহেতু এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ রয়েছে। আর হারাম ত্যাগ করা ওয়াজবি। আবার উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া পরিত্যাগ করাও ওয়াজবি। কিন্তু দুই চাচাতো বোন ও দুই খালাতো বোনকে একত্রে বসিয়ে করা জায়েয, যদিও তারা একে অন্যকে ঈর্ষা করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে। কারণ তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজবি নয়।” [‘আল-ফুরুক’ (১/১৪৭) থেকে সমাপ্ত]

উক্ত মাসআলায় দ্বিতীয় মত হলো: সকল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজবি। এ ক্ষেত্রে মাহরাম ও নন-মাহরাম ভেদে কোনো কোনো পার্থক্য নেই। “এটি হানাফীদে একটি মত এবং মালকৌদের প্রসিদ্ধ মত। আহমদের বক্তব্যও এটা। শাফয়ীদে সাধারণভাবে আত্মীয়তা রক্ষা করার বক্তব্য থেকেও এমনটা বোঝা যায়। তাদের মাঝে কটে আত্মীয়তা রক্ষা করাকে মাহরাম শ্রণীর আত্মীয়দের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি।” [আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াতুল কুয়াইতিয়াহ (৩/৮৩)]।

আরও দেখা যতে পারে: সাফারীনীর “গায়াউল আলবাব” (১/৩৫৪) ও “বারীকা মাহমূদিয়া” (৪/১৫৩)।



উক্ত মাসআলায় আরো কিছু মত রয়েছে। সুবুলুস সালাম বইয়ে (২/৬২৮) এসছে:

“জনে রাখুন, যে আত্মীয়তা রক্ষা করা ওয়াজবি এদরে সীমা নির্ধারণে আলমেরা মতভদে করছেন।

কারো কারো মতে: এমন আত্মীয় যার সাথে ববাহ বন্ধন হারাম। সটো এভাবে যে, দুইজনরে একজন যদি পুরুষ হয় তাহলে অন্য জনরে জন্য সে হারাম। সুতরাং চাচাতো ভাই ও মামাতো ভাই এমন আত্মীয়রে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই মতরে প্রবক্তারা দলীল দিয়েছেন এভাবে যে, কোন নারীর সাথে তার ফুফু ও খালাকে একত্রে ববাহ করা হারাম হওয়ার বিষয়টা দিয়ে। যেহেতু দু'জনকে একত্রে ববাহ করলে সটোর পরিণতি হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া।

কারো কারো মতে: এমন আত্মীয় যার সাথে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্পর্ক আছে। এর পক্ষে দলীল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “এরপর তোমার সবচেয়ে কাছরে, (তারপর) তোমার সবচেয়ে কাছরে।”

কারো কারো মতে: যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে; চাই সে তার ওয়ারশি হোক; না হোক।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বশে কিছু স্তর রয়েছে; যমেনটি বলছেন কাযী ইয়ায। একটি অন্যটির উপরে। সর্বনমিন স্তরে হচ্ছে: সম্পর্ক ছিন্ন না-করা। সটো কথা বলা; এমনকি সালাম দয়োর মাধ্যমে হলও। আর সক্ষমতা ও প্রয়োজনরে ভিন্নতা অনুযায়ী সম্পর্ক রক্ষা করা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এর কিছু ওয়াজবি; আর কিছু মুস্তাহাব। কটে যদি আংশিক সম্পর্ক রক্ষা করে, পুরোপুরি রক্ষা করতে না করে; তাহলে সে সম্পর্ক ছিন্নকারী বলে গণ্য হবে না। আর যদি যা করা উচিত তা করার তার সক্ষমতা থাকে তাহলে সে সম্পর্ক রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না।

কুরতুবী বলেন: “যে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয় সটো সাধারণ এবং বিশেষে দুই রকম।

সাধারণ সম্পর্ক হলো দ্বীনরে ভিত্তিতে যে সম্পর্ক। পারস্পরিক সৌহার্দ্য, কল্যাণ কামনা, ন্যায়, ইনসাফ এবং ওয়াজবি ও মুস্তাহাব অধিকারগুলো আদায়রে মাধ্যমে এ ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যিক।

আর বিশেষে সম্পর্করে ক্ষেত্রে বাড়তি হলো: নকিটাত্মীয়রে জন্য ব্যয় করা, তার খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তার ভুলত্রুটি উপেক্ষা করা।” [সমাপ্ত]

এই বিষয়ে আলমেদের বক্তব্যরে সার-সংক্ষেপে এতটুকু।

কিন্তু সম্মানতি ভাই, আপনার কাছে নিশ্চয় অজানা নয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে কী বিপুল পরিমাণ নকীর কথা বর্ণিত হয়েছে। আর ছিন্ন করলে কী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তরি কথা উদ্ধৃত হয়েছে। এর দাবী হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে সতর্ক থাকা এবং দ্বীনরে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মতভদে উর্ধ্বে থাকা। তাই আপনি আপনার ফুফাতো ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন, সাধ্যমত তার কল্যাণ



করুন। কারণ এর নকৌ আল্লাহর কাছতে বৃথা যাবতে না।

আরও জানতে দেখুন: (12292), (75057) ও (4631) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহ আমাদরেকে ও আপনাকে (তাঁর কাছতে) পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজ করার তৌফিকি দান করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।